

শাস্ত্র সাপক্ষে নষিদ্ধ খাবারের সূচী

শাস্ত্র সাপক্ষে নষিদ্ধ খাবারের সূচী

খাবার বাছাই করা একটি ব্যাক্তগিত, পরম্পরাগত ও নরিদষ্টি মতবাদরে বশ্বাসরে উপর নরিভরশীল। কাজহে এমন অনকে হিন্দু আছনে যারা তাদরে বংশানুক্রমকি পরম্পরা ও বশ্বাসরে জন্য কছু জনিসি খাওয়া ত্যাগ করছে। যমেন — ভারতরে অনকে বঐণব সম্প্রদায় ভুক্ত হিন্দু (উত্তর ভারত) আছনে যাদরে বাড়তিে মাছ তোলা নষিদ্ধ। আবার অনকরে হিন্দু বাড়তিে (উত্তর-পশ্চিম ভারত) মাছ মাংশ দুটোই তোলা নষিদ্ধ। কাজহে হিন্দুদরে মধ্যে পরম্পরাগত, ব্যাক্তগিত ও বশ্বাসী মতবাদগত ফ্যাকটর গুলরি উপর অনকে অংশে নরিভর করে নষিদ্ধ খাবার গুলি বাছাই এর ক্ষত্রে।

তাই কারো ব্যাক্তগিত বা পরম্পরাগত পছন্দ তে হস্তক্ষেপে করার জন্য এই নবিন্ধটি লিখা হয়নি! বরং উক্ত নবিন্ধটি সেইসব সনাতন ধর্মালম্বীদরে জন্য লিখা হয়েছে যারা সনাতন বদৈকি শাস্ত্রকে অবলম্বন করে চলনে এবং জানতে ইচ্ছা রাখনে কোন কোন খাবার গুলো শাস্ত্ররে সাপক্ষে সদ্ধি বা নষিদ্ধ। এখানে হিন্দু শাস্ত্র বলতে বদে, পুরাণ ও তন্ত্ররে মূল গ্রন্থ গুলি থকে তথ্য সংগ্রহ করে এই বঐ-অবঐ খাবারের সূচীটি বানানো হয়েছে।

প্রাণীজ:-----

দুধ

1. উট ও ভড়োর দুধ পান করা নষিদ্ধ। □--তথ্যসূত্র — আপস্তম্ব ধর্মসূত্র ১.৫.১৭.২২-২৩, বট্টাধায়ন ধর্মসূত্র ১.৫.১২.১১-১২, যাজ্ঞবল্ক স্মৃতি ৭.১৭০
2. এক খুর বশিষ্টি প্রাণীর (যমেন — ঘোড়া) দুধ পান করা নষিদ্ধ। □--তথ্যসূত্র — আপস্তম্ব ধর্মসূত্র ১.৫.১৭.২৩, যাজ্ঞবল্ক স্মৃতি ৭.১৭০
3. গরু, মোষ, ছাগলের বাচ্চা জন্মানোর পর থেকে ১০দনি যাবৎ তাদরে দুধ পান নষিদ্ধ। □---তথ্যসূত্র — আপস্তম্ব ধর্মসূত্র ১.৫.১৭.২৪, বসষ্টি ধর্মসূত্র ১৪.৩৫, বট্টাধায়ন ধর্মসূত্র ১.৫.১২.৯, যাজ্ঞবল্ক স্মৃতি ৭.১৭০

3. নচিস্তররে পশু (যমেন — কুকুর, বড়োল) ও মাংসাশী পশুর (যমেন — বাঘ, সিংহ, শৃগাল) দুধ পান নষিদিধা।□--তথ্যসূত্র — লটোগাক্ষগৃহ্ম সূত্রাণি ২.১৮৪

ডমি

1. হাঁস, মুরগি, ময়ূররে ডমি খাওয়া সদিধা। □--তথ্যসূত্র — মানব গৃহসূত্র ১.৪.২-৪, ভলে সংহতি — চকিতিসাস্থানম — ২৬৭, চরক সংহতি ২৭.৬৩-৬৪

মাছ-মাংস

1. সাপ, কুমীর, ঘড়িয়াল, শূশুক, সর্প আকৃতির মাছ, ব্যাঙ, অনয়িতকার মস্তক বশিষ্ট মাছ (যমেন — ইল, কুঁচ মাছ, হাঙর, তমিহিত্যাদি) ও জলজ শামুক, ঝনিক, গুগলি ইত্যাদি খাওয়া নষিদিধা।□-----তথ্যসূত্র — বশিষ্ট ধর্মসূত্র ১৪.৪১, গটোতম ধর্মসূত্র ১৭.৩৬, আপস্তম্ব ধর্মসূত্র ১.৫.১৭.৩৮-৩৯

2. মোরগ/মুরগি খাওয়া নষিদিধা।... ..তথ্যসূত্র — মার্কণ্ডেয়ে পুরাণ ৭.৬.৪

3. যবে সমস্ত পাখী শুধু তাদরে পা দয়ি মাটতি আঁচড়ে আঁচড়ে খাবাররে সন্ধান করে এবং যবেব পাখীরা লপ্তপদী (যমেন — হাঁস) তাদরে মাংস খাওয়া নষিদিধা।□-তথ্যসূত্র — বশিষ্ট ধর্মসূত্র ১৪.৪৮, গটোতম ধর্মসূত্র ১৭.৩৪-৩৫, বষ্ণু স্মৃতি LI.২৮-৩১, বটোদায়ন ধর্মসূত্র ১.৫.১২.৭

4. রাজহাঁস, সারস, পানকটোড়ি, বক, কাক, পায়রা, টিয়া, ঘুঘু, ততিরি, বাজ, চলি, শকুন, বাদুড়, ময়ূর, স্টার্লিং, দোয়লে, চড়ুই, কাঠঠোকরা, মাছরাঙা এবং নশিচর পাখীর মাংশ খাওয়া নষিদিধা।□---তথ্যসূত্র — বশিষ্ট ধর্মসূত্র ১৪.৪৮, গটোতম ধর্মসূত্র ১৭.৩৪-৩৫, বষ্ণু স্মৃতি LI.২৮-৩১, বটোদায়ন ধর্মসূত্র ১.৫.১২.৭, যাজ্ঞবল্ক স্মৃতি ৭.১৭২-১৭৪

5. মাংসাশী পাখির মাংশ আহার নষিদিধা।□-তথ্যসূত্র — আপস্তম্ব ধর্মসূত্র ১.৫.১৭.৩৪, যাজ্ঞবল্ক স্মৃতি ৭.১৭২

6. যকোনো বসিবাদ ও খাদ্য অনুপযোগী মাংস খাওয়া নষিদিধা।□-তথ্যসূত্র — মনু স্মৃতি ৫.১১-১৭, বশিষ্ট ধর্মসূত্র ১৪.৪৪

7. যবে সমস্ত পশুর দুধে দাঁত ভাঙেনি তাকে জবাই করা নষিদ্ধি অর্থ্যাৎ
অপ্রাপ্তবয়স্ক পশুর মাংস আহার নষিদ্ধি।□-তথ্যসূত্র — বশষ্টি ধর্মসূত্র
১৪.৪৫, গটোতম ধর্মসূত্র ১৭.৩০-৩১

8. যবে সমস্ত পশুর একটিমাত্র চোয়ালে দাঁত আছে (যমেন-ঘোড়া) তাদরে মাংস
আহার নষিদ্ধি।□-তথ্যসূত্র — বশষ্টি ধর্মসূত্র ১৪.৪০, মনু স্মৃতি ৫.১৪,
বষ্ণু স্মৃতি LI.৩০

9. যবে সমস্ত প্রাণীর পা বহু অংশে বাঁকা। যমেন শজারু, কাঁটাচয়া, শশক,
খরগোশ, কচ্ছপ, গোধা, গোধকি ইত্যাদির মাংশ খাওয়া সদ্ধি।□-তথ্যসূত্র —
বশষ্টি ধর্মসূত্র ১৪.৩৯, গটোতম ধর্মসূত্র ১৭.২৭, বটোথায়ন ধর্মসূত্র
১.৫.১২.৫, মার্কণ্ডয়ে পুরাণ ৭.৬.৪

10. গণ্ডার ও বন্য শূকরের মাংশ খাওয়া সদ্ধি।□---তথ্যসূত্র — বশষ্টি
ধর্মসূত্র ১৪.৪৭, বটোথায়ন ধর্মসূত্র ১.৫.১২.৫

11. নরমাংস বা নরাকার যন্তুর মাংশ খাওয়া নষিদ্ধি।□--তথ্যসূত্র —
মহানর্বিবাণ তন্ত্র ৮.১০৮

12. গৃহপালতি ছাগল এবং ভেড়ার মাংস খাওয়া বধৈ।□তথ্যসূত্র — বটোথায়ন
ধর্মসূত্র ১.৫.১২.১-৪

13. গ্রাম্য শূকরের মাংস নষিদ্ধি।□---তথ্যসূত্র — মার্কণ্ডয়ে পুরাণ ৭.৬.৪,
আপস্তম্ব ধর্মসূত্র ১.৫.১৭.২৯

14. যকেোনো মৃত প্রাণীর মাংস আহার করা নষিদ্ধি। □----তথ্যসূত্র —
আপস্তম্ব ধর্মসূত্র ১.৫.১৬.১৬

15. বহু উপকারী গোজাতির মাংস আহার সর্বদা নষিদ্ধি।□---তথ্যসূত্র —
মহানর্বিবাণ তন্ত্র ৮.১০৮, বষ্ণু পুরাণ ৩.৩.১৫, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ
১.৯.৯, বশষ্টি ধর্মসূত্র ১৪.৪৩-৪৫

16. গটোর, ঘায়ল, সরাভ, ষাঁড় প্রভৃতি গো সম্প্রদায় ভুক্ত জীবের মাংস
নষিদ্ধি।□--তথ্যসূত্র — বশষ্টি ধর্মসূত্র ১৪.৪৩, আপস্তম্ব ধর্মসূত্র

১.৫.১৭.২৯

17. মাংসাশী প্রাণীর মাংস নষিদ্ধি।□-তথ্যসূত্র — মহানর্বিবাণ তন্ত্র
৮.১০৮, গটৌতম ধর্মসূত্র ১৭.৩৪

□ মূলত মাংসাশী প্রাণী বলতে যমেন — বাঘ, সিংহ, শৃগাল, বন্য কুকুর
ইত্যাদি

18. একখুর বশিষ্টি প্রাণীর (যমেন — উটরে) মাংস নষিদ্ধি।□---তথ্যসূত্র —
আপস্তম্ব ধর্মসূত্র ১.৫.১৭.২৯

19. কৃষ্ণসার, হরগি, সাধারণ হরগি, বন্য শূকরের মাংস খাওয়া বৈধ।□-
তথ্যসূত্র — বটৌধায়ন ধর্মসূত্র ১.৫.১২.৬

20. স্বাদু ও লবণাক্ত জলের মাছ আহার হিসাবে গ্রহণ করা বৈধ।□-তথ্যসূত্র
— বটৌধায়ন ধর্মসূত্র ১.৫.১২.৮

21. কুকুর, বড়াল, বানর, মহষি প্রভৃতি বন্য প্রাণীর মাংস আহার নষিদ্ধি।□-
--
তথ্যসূত্র — লটৌগাক্ষগৃহ্ম সূত্রাণি ২.১৯৩, বশিষ্টি ধর্মসূত্র ১৪.৩৩, মানব
গৃহসূত্র ১.৪.২-৪

অন্যান্য

1. মাদক দ্রব্য মশ্রিতি পানীয় নষিদ্ধি।□তথ্যসূত্র — আপস্তম্ব ধর্মসূত্র
১.৫.১৭.২১

2. সুরা ও সুরা প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত দ্রব্য সমূহ নষিদ্ধি।□তথ্যসূত্র —
আপস্তম্ব ধর্মসূত্র ১.৫.১৭.২৫

3. ব্যাঙের ছাতা, শালগম নষিদ্ধি।□তথ্যসূত্র — আপস্তম্ব ধর্মসূত্র
১.৫.১৭.২৮, যাজ্ঞবল্ক স্মৃতি ৭.১৭১, বশিষ্টি ধর্মসূত্র ১৪.৩৩

4. যেকোনো আহারে উপযোগী বীজ, ফল, মূল, সব্জি খাওয়া বৈধ।□তথ্যসূত্র —

5. সুস্বাদু আহারে উপযোগী রস (যমেন – খঁজুরের রস, তালের রস, আখের রস, ডাবের জল, ফলের রস ইত্যাদি), দুগ্ধজাত পদার্থ (যমেন – দুধ, ঘি, মাখন, দই) মধু ইত্যাদি বধৈ। □-তথ্যসূত্র – নারদ পুরাণ ১৮.১২-১৩

6. রসুন, পলাণ্ডু, মসুর ডাল, হিং, খসোরি ডাল, কুল বা বদ্রি ফল খাওয়ার উপর নষিদ্ধি বধিন আছে। □-তথ্যসূত্র – আপস্তম্ব ধর্মসূত্র ১.৫.১৭.২৬, মনু স্মৃতি ৫.৫, যাজ্ঞবল্ক স্মৃতি ১.১৭৬, বশিষ্ট ধর্মসূত্র ১৪.৩৩ অনুসারে রসুন খলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

7. টকে যাওয়া (ব্যতিক্রম – দই) বা পচে যাওয়া বা কোনো খাবারে উভয়ে মশ্রিতি খাবার খাওয়া নষিদ্ধি। □-তথ্যসূত্র – আপস্তম্ব ধর্মসূত্র ১.৫.১৭.২০, বটায়ন ধর্মসূত্র ১.৫.১২.১৫, যাজ্ঞবল্ক স্মৃতি ৭.১৬৭

9. যে খাবারে কোনো পশু মুখ দিয়েছে তা খাওয়া নষিদ্ধি। □-তথ্যসূত্র – গৌতম ধর্মসূত্র ১৭.১০, যাজ্ঞবল্ক স্মৃতি ৭.১৬৭

10. যে সব খাবারে পোকা জন্মছে তা খাওয়া নষিদ্ধি। □-তথ্যসূত্র – আপস্তম্ব ধর্মসূত্র ১.৫.১৬.২৬, যাজ্ঞবল্ক স্মৃতি ৭.১৬৭

উক্ত নষিদ্ধিতার বাইরের খাদ্য বস্তু বা আহার সামগ্রী সমূহ বধৈ, কারণ সেইসব আহার সামগ্রীর উপরে নষিদ্ধিতা আরোপ হয়নি সনাতনশাস্ত্র সমূহে।

“যজ্ঞের জন্ম ও অবশ্যপালনীয় জীবনধারণের জন্ম প্রশস্ত পশুপাখি বধ্য। প্রাচীনকালে অগস্ত মুনি এরূপ আচরণ করছিলেন।” (মনুসংহিতা, ৫/২২)

“সকল স্থাবর (উদ্ভিদি) ও জঙগম (প্রাণী) ব্রহ্মা প্রাণীর প্রাণধারণের জন্ম সৃষ্টি করছিলেন। সুতরাং প্রাণী সকল প্রয়োজনে ভোজ্য।” (মনুসংহিতা, ৫/২৮)

“প্রতদিনি ভক্ষ্য প্রাণী সকল ভক্ষণ করে ভোক্তা দোষভাগী হয় না। বধিতাই ভক্ষ্য প্রাণী ও ভক্ষকগণকে সৃষ্টি করছেন।” (মনুসংহিতা, ৫/৩০)

“ব্রহ্মা নজিহে যজ্ঞেরে জন্ম পশুগণকে সৃষ্টি করছেন। যজ্ঞ সকলেরে উন্নতির কারণ, সুতরাং যজ্ঞে পশুবধ বধ নয়।” (মনুসংহিতা, ৫/৩৯)

“ক্রীত বা নজি পশু পালন করে তার মাংস বা অপর কর্তৃক প্রদত্ত মাংস দবেগণ ও পত্নীগণকে অর্চনা করে ভক্ষণ করলে দোষভাগী হয় না।” (মনুসংহিতা, ৫/৩২)

বনবাসে ভরদ্বাজ মুনীরাম সীতা লক্ষণেরে ভোজনরে জন্মে পশুর মাংস ও ফলমূলের ব্যবস্থা করছিলেন। (বাল্মীকি রামায়ণ, ২/৫৪)।

নষিদেরাজের অতিথিহুয়ে মৎস্য এবং নানান রকমেরে শূষ্ক ও আরদ্র মাংস ভোজন করছিলেন। (বাল্মীকি রামায়ণ, ২/৮৪)।

মহাভারতে কুরুষত্রেরে যুদ্ধের পরে কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে রাজা “রন্তদিবেরে” মাহাত্ম্য সম্বন্ধে উদাহারণ দিতে গিয়ে বললেন যে এই রাজা দ্বারা যজ্ঞে নহিত অসংখ্য পশুর চামড়া থেকে নির্গত রসে চর্মমবর্তী নামক নদী (আধুনিক চম্বল) সৃষ্টি হয়েছিল এবং তিনি অতিথিসংকার ও সেবা করতনে কুড়ি হাজার একশত পশু কটে তাদরে মাংস পরবিশেন করে। (বেদব্যাসী মহাভারত, ১২/২৯)।

এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণ রাজা রন্তদিবেরে পুণ্যতাকে যুধিষ্ঠিরেরে উর্ধ্বে স্থান দেন। এছাড়া অর্জুনসহ পঞ্চপাণ্ডবরা মাংস খতেন। কৃষ্ণ খান্ডব বন দাহনের সময় ঝলসে যাওয়া হরনিরে মাংস খয়েছিলেন। গীতায় কোথাও মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধেরে কথা বলা হয়নি।

"যে আহার আয়ু, সত্ত্ব, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতি বর্ধনকারী এবং রসযুক্ত, স্নিগ্ধ, স্থায়ী ও মনোরম, সেগুলো সাত্ত্বিক আহার হিসেবে সর্বদা বিবেচ্য হয়ে থাকে" (গীতা, ১৭/৮)

"যে আহার অতিক্রিত, অতি অম্ল, অতিলবনাক্ত, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, অতি শূষ্ক, অতি প্রদাহকর এবং দুঃখ, শোক ও রোগপ্রদ সেগুলো রাজসিক আহার হিসেবে বিবেচ্য" (গীতা, ১৭/৯)

"যে আহার অনেকে পূর্ববে রাঁধতি, যা নীরস, দুর্গন্ধযুক্ত, বাসী, পচা, যা র ঘ্রান গ্রহনে নাসিকা সরে আসে এবং অপররে উচ্ছ্বিষ্ট দ্রব্য ও অমধ্য দ্রব্য, সেই সমস্ত তামসিক হিসেবে বিবেচ্য" (গীতা, ১৭/১০)

আসলে শাস্ত্রে নরামষি আমষি নিয়ে নয়। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক আহারেরে কথাই বলা আছে। আর নরামষি ভোজী রা সাধারণত সাত্ত্বিক আহারকেই কেন্দ্রস্থল হিসেবে

নজিকে নরিরামষি ভোজী দাবী করনে।

কন্তি বস্তত দুধ ও আমষি হসিবে কথতি আছে! যদিও বা দুধরে মধ্যে প্রোটনিরে মাত্রা
অন্‌যসব আমষি আহাৰে চাইতে অনকে কম, প্রায় ৩% এর মত। যার দরুন তাকে সাধারণত
নরিরামষিভোজী রা নরিরামষি ভাবে। কন্তি শাস্ত্রে এই আমষি, নরিরামষি নয়! সাত্ত্বিকি আহাৰ
হসিবেই ঘোষতি করেছে।

